আল্লাহ, তাঁর ফিরিশ্তা, নবী বা মানুষ কর্তৃক

অভিশপ্ত কে?

১। শয়তান আল্লাহর কাছে অভিশপ্ত ঃ

মহান আল্লাহ শয়তানকে বলেছিলেন, "তুমি এখান (জান্নাত) হতে বের হয়ে যাও নিশ্চয়ই তুমি বিতাড়িত এবং তোমার উপর আমার চিরস্থায়ীভাবে লানত কিয়ামত পর্যন্ত।" *(সূরা স্বাদ ৭৭-৭৮ আয়াত)*

২। যারা কাফের তারা অভিশপ্ত ঃ

মহান আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরদের উপর অভিশাপ করেছেন। আর তাদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত রেখেছেন।" *(সূরা আহযাব ৬৪ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেন, "যারা অবিশ্বাস করেছে ও অবিশ্বাসী অবস্থায় মরেছে নিশ্চয় তাদের উপর আল্লাহর, ফিরিশ্তাগণের ও মানবসমূহের অভিসম্পাত।" *(সূরা বাকারাহ ১৬১ আয়াত)*

৩। যারা মুনাফিক (কপট) মুসলমান তারা অভিশপ্ত ঃ

মহান আল্লাহ বলেন, "আল্লাহ মুনাফিক নর-নারী ও কাফেরদেরকে জাহান্নামের আগুনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেখানে ওরা চিরকাল থাকবে। এটিই ওদের জন্য যথেষ্ট, আল্লাহ ওদেরকে অভিসম্পাত করেছেন এবং ওদের জন্য আছে চিরস্থায়ী শাস্তি।" *(সূরা তাওবাহ ৬৮ আয়াত)*

৪। ফিরাউন ও তার সাঙ্গপাঙ্গ অভিশপ্ত ঃ

মহান আল্লাহ বলেন, "এ পৃথিবীতে ওদেরকে অভিশাপগ্রস্ত করা হয়েছে এবং কিয়ামতের দিনেও ওরা অভিশাপগ্রস্ত হবে।" *(সূরা হূদ ৯৯ আয়াত)*

৫। যারা আল্লাহর আয়াত (নিদর্শন) অস্বীকার করে, রাসূলকে অমান্য করে এবং প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারীর নির্দেশ অনুসরণ করে তারা ইহ-পরকালে অভিশপ্ত। *(সূরা হূদ ৫৯-৬০ আয়াত)*

৬। যারা হিলা-বাহানা করে আল্লাহর বিধান লংঘন করে, চালাকি করে তাঁর নির্দেশ অমান্য করে তারা অভিশপ্ত। *(সূরা নিসা ৪৭ আয়াত)*

৭। খুনী লোক অভিশপ্ত ঃ

মহান আল্লাহ বলেন, "আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করবে তার শাস্তি হল জাহান্নাম। তন্মধ্যে সে চিরকাল থাকবে এবং আল্লাহ তার প্রতি রাগান্বিত হবেন ও তাকে অভিসম্পাত করবেন আর তার জন্য ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত করে রাখবেন।" *(সূরা নিসা ৯৩ আয়াত)*

৮। আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকার করার পর তা ভঙ্গকারী ঃ

৯। আত্মীয়তার বন্ধন ছেদনকারী ঃ

১০। সন্ত্রাসী ও শান্ত পরিবেশে ফাসাদ সৃষ্টিকারী অভিশপ্ত ঃ

মহান আল্লাহ বলেন, "যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকার করার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখার আল্লাহ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায় তাদের জন্য রয়েছে (আল্লাহর) অভিসম্পাত। আর তাদের জন্য আছে মন্দ আবাস।" *(সূরা রা'দ ২৫ আয়াত)*

"ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবতঃ তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং তোমাদের আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। আল্লাহ এদেরকেই করেন অভিশাপ, আর করেন বধির ও অন্ধ।" *(সূরা মুহাম্মাদ ২২-২৩ আয়াত)*

১১। যারা কথায় বা কাজে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে কষ্ট দেয় তারা অভিশপ্ত ঃ

মহান আল্লাহ বলেন, "যারা আল্লাহ ও তদীয় রসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে অভিশপ্ত করেন এবং তাদের জন্য লাঞ্ছনাকর শাস্তি রয়েছে।" *(সূরা আহযাব ৫৭ আয়াত)*

১২। ইল্ম ও শরীয়তের জ্ঞান গোপনকারী অভিশপ্ত ঃ

মহান আল্লাহ বলে, "আমি যেসব উজ্জ্বল নিদর্শন ও পথ-নির্দেশ অবতীর্ণ করেছি, আমি ঐসবগুলোকে সর্বসাধারণের নিকট প্রকাশ করার পরও যারা ঐসব বিষয়কে গোপন করে আল্লাহ তাদেরকে অভিসম্পাত করেন এবং অভিসম্পাতকারীগণও তাদেরকে অভিসম্পাত করে থাকে।" *(সূরা বাক্বারাহ ১৫৯ আয়াত)*

১৩। যারা অপরের চরিত্রে মিথ্যা কলঙ্ক ও অপবাদ দেয় তারা অভিশপ্ত ঃ

মহান আল্লাহ বলেন, "যারা সাধ্বী, সরলমনা ও বিশ্বাসী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে তারা দুনিয়া ও আখেরাতে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।" *(সূরা নূর ২৩ আয়াত)*

১৪। যারা রসূলের পথ অপেক্ষা অন্য পথকে উত্তম মনে করে তারা অভিশপ্ত ঃ

মহান আল্লাহ বলেন, "তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি যাদেরকে গ্রন্থের একাংশ প্রদত্ত করা হয়েছে তারা তাগূত ও শয়তানের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং অবিশ্বাসীদেরকে বলে যে, বিশ্বাসী স্থাপনকারীগণ থেকে তারাই (কাফেররা) অধিকতর সুপথগামী। এদের প্রতি আল্লাহ অভিশাপ করেছেন আর আল্লাহ যাকে অভিশাপ করেন তুমি তার কোন সাহায্যকারী পাবে না।" *(সূরা নিসা ৫১-৫২ আয়াত)*

১৫। যারা অবাধ্য ও সীমালংঘনকারী। যারা গর্হিত কাজ করা দেখেও একে অন্যকে বারণ করে না। *(সূরা মায়েদাহ ৭৮-৭৯আয়াত)*

১৬। সূদখোর, সূদদাতা ও তার যে কোন প্রকারে সহায়ক ব্যক্তি অভিশপ্ত ঃ

আল্লাহর রসূল ﷺ সূদখোর, সূদদাতা, সূদের লেখক এবং তার উভয় সাক্ষীদ্বয়কে অভিশাপ করেছেন এবং বলেছেন, "ওরা সকলেই সমান।" (মুসলিম ১৫৯৭ নং)

১৭। যাকাত আদায়ে অনিচ্ছুক ও টাল-বাহানাকারী ব্যক্তি ঃ

আব্দুল্লাহ বিন মসউদ ﷺ বলেছেন, "সূদখোর, সূদদাতা, সূদের কারবার জেনেও তার দুই সাক্ষ্যদাতা, কোন অঙ্গ দেগে নকশা করে দেয় এবং করায় এমন মহিলা, যাকাত আদায়ে অনিচ্ছুক ও টালবাহানাকারী ব্যক্তি এবং হিজরতের পর মরুবাসী হয়ে ধর্মত্যাগী ব্যক্তি কিয়ামতের দিন মুহাম্মদ ﷺ এর মুখে অভিশপ্ত।" *(ইবনে খুযাইমা, আহমদ, আবূ য়্যা'লা, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ৭৫২নং)*

১৮। পরের মাল চুরি করে যে সে চোর অভিশপ্ত ঃ *(মুসলিম ১০৪৫ নং)*

১৯। যে ব্যক্তি কবরের কাফন চুরি করে ঃ (বাইহাকী, সহীহুল জামে ৫১০৩নং)

২০। মাতাল ও মদ প্রস্তুতকারক তথা তার যে কোন প্রকারে সহায়ক ব্যক্তি অভিশপ্ত ঃ

ইবনে উমার ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "মদ পানকারীকে, মদ পরিবেশনকারীকে, তার ক্রেতা ও বিক্রেতাকে, তার প্রস্তুতকারককে, যার জন্য প্রস্তুত করা হয় তাকে, তার বাহককে ও যার জন্য বহন করা হয় তাকে আল্লাহ অভিশাপ করেছেন।" *(আবূ দাউদ ৩৬৭৪, ইবনে মাজাহ ৩৩৮০নং)*

ইবনে মাজার বর্ণনায় আছে, "তার মূল্য ভক্ষণকারীও (অভিশপ্ত)।" *(সহীহুল জামে' ৫০৯১নং)*

২১। যে ব্যক্তি জমি-জায়গার চিহ্ন সরিয়ে নিজের অংশ বেশী করে ঃ

২২। যে ব্যক্তি নিজের মা-বাপকে অভিশাপ দেয় ঃ

২৩। যে ব্যক্তি কোন মূর্তি বা মাজারের উদ্দেশ্যে মুরগী-খাঁসী বা অন্য কিছু যবাই করে ঃ

২৪। যে ব্যক্তি কোন ফাসাদ সৃষ্টিকারী বা বিদআতীকে আশ্রয় দেয় ঃ

মহানবী ﷺ বলেন, "আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে অভিশাপ করেন যে তার মা-বাপকে অভিশাপ করে। আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে অভিশাপ করেন যে গায়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে যবেহ করে। আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে অভিশাপ করেন যে কোন বিদআতীকে আশ্রয় দেয়। আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে অভিশাপ করেন যে জমির চিহ্ন বদলে দেয়।" *(আহমাদ, মুসলিম, নাসাঈ, সহীহুল জামে ৫১১২নং)*

২৫। যে অশান্তি বা বিদআত সৃষ্টি করে সে অভিশপ্ত ঃ

মহানবী ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি কোন অশান্তি বা বিদআত সৃষ্টি করে অথবা কোন অশান্তি বা বিদআত সৃষ্টিকারীকে স্থান দেয় তার উপর আল্লাহ, ফিরিশ্তামন্ডলী এবং সকল

মানবমন্ডলীর অভিশাপ। তার নিকট থেকে কোন ফরয-নফল নামায ও ইবাদতই (অথবা তওবা ও মুক্তিপণ কিয়ামতে) কবুল করা হবে না। *(বুঃ, মুঃ ১৩৭০ নং)*

২৬। যে ব্যক্তি কোন জ্যান্ত প্রাণীকে নিশানা বানিয়ে তীর বা বন্দুক চালানো শিখে ঃ

ইবনে উমার বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ সেই ব্যক্তিকে অভিশাপ করেছেন যে ব্যক্তি কোন জীবকে (অকারণে তার তীরের) নিশানা বানায়। *(বুখারী ৫৫১৫, মুসলিম ১৯৫৮ নং)*

২৭। পুরুষের বেশধারিণী নারী এবং নারীর বেশধারী পুরুষ ঃ

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ নারীদের বেশধারী পুরুষদেরকে এবং পুরুষ বেশধারিণী নারীদেরকে অভিশাপ করেছেন। *(বুখারী ৫৮৮৫নং, আসহাবে সুনান)*

আল্লাহর নবী ﷺ বলেন, "আল্লাহ সেই পুরুষকে অভিশাপ করেন, যে নারীর পোশাক পরিধান করে এবং সেই নারীকে অভিশাপ করেন, যে পুরুষের পোশাক পরিধান করে।" *(আবূ দাউদ, হাকেম, সহীহুল জামে' ৫০৯৫নং)*

২৮। যে মহিলা মাথায় পরচুলা (টেসেল) বাঁধে ঃ

মহানবী ﷺ বললেন, "পরচুলা যে লাগিয়ে দেয় এবং যার লাগিয়ে দেওয়া হয় এমন উভয় মহিলাকেই আল্লাহ অভিশাপ করেছেন।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে, হযরত আসমা বলেন, 'যে অপরের মাথায় পরচুলা বেঁধে দেয় এবং যে নিজের মাথায় তা বাঁধে, এমন উভয় মহিলাকেই নবী ﷺ অভিশাপ করেছেন।' *(বুখারী ৫৯৪১, মুসলিম ২১২২, ইবনে মাজাহ ১৯৮৮নং)*

২৯। যে সকল মহিলা (হাত বা চেহারায়) দেগে নকশা করে দেয় অথবা করায়, চেহারা থেকে যারা লোম তুলে ফেলে, সৌন্দর্য আনার জন্য যারা দাঁতের মাঝে ঘসে (ফাঁক ফাঁক করে) এবং আল্লাহর সৃষ্টি-প্রকৃতিতে পরিবর্তন ঘটায় (যাতে তাঁর অনুমতি নেই) এমন সকল মহিলা অভিশপ্তা। *(বুখারী ৪৮৮৬নং, মুসলিম ২১২৫নং, আসহাবে সুনান)*

৩০। বিপদের সময় অধৈর্য প্রকাশ করে যে অস্বাভাবিক আচরণ করে ঃ

মহানবী ﷺ বলেন, "যে নারী (কান্নার সময়) মুখমন্ডল খামচায়, বুকের কাপড় ফাড়ে এবং ধ্বংস ও সর্বনাশ ডাকে তার উপর আল্লাহ অভিশাপ করেন।" *(সহীহুল জামে' ৪৯৬৮)*

৩১। বিপদের সময় যে উচ্চস্বরে কান্না করে, কাপড় ছিঁড়ে বা মাথা নেড়া করে ঃ *(আহমাদ, নাসাঈ, ইবনে হিব্বান)*

৩২। অধিক কবর যিয়ারতকারিণী মহিলা অভিশপ্তা। *(আহমাদ, ইবনে মাজাহ, হাকেম, সহীহুল জামে ৫১০৯নং)*

৩৩। যারা সমকাম (পুরুষে-পুরুষে বা মহিলায়-মহিলায় যৌন-মিলন) করে তারা অভিশপ্ত ঃ

৩৪। যে পশু-সঙ্গম করে ঃ

৩৫। যে ব্যক্তি স্ত্রীর পায়খানাদ্বারে সঙ্গম করে সে অভিশপ্ত ঃ *(আহমাদ, আবূ দাউদ, সহীহুল জামে ৫৮৮৯নং)*

৩৬। যে স্ত্রী স্বামীর যৌন আহবানে সাড়া না দিয়ে স্বামীকে রাগান্বিত করে রাত্রিযাপন করে ঃ

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "স্বামী যখন নিজ স্ত্রীকে (সঙ্গমের উদ্দেশ্যে) তার বিছানার দিকে ডাকে এবং সে আসতে অস্বীকার করে, আর এর ফলে স্বামী তার প্রতি রাগান্বিত অবস্থায় রাত্রি যাপন করে তখন ফিরিশ্তামন্ডলী সকাল পর্যন্ত সেই স্ত্রীর উপর অভিশাপ করতে থাকে।" *(বুখারী ৫১৯৩, মুসলিম ১৪৩৬, আবূ দাউদ ২১৪১নং, নাসাঈ)*

৩৭। মূর্তি (বা ছবি) নির্মাণকারী অভিশপ্ত। *(বুখারী ২২৩৮, আবূ দাউদ ৩৪৮৩নং সংক্ষিপ্তভাবে)*

৩৮। যে অন্ধকে ভুল পথ নির্দেশ করে ঃ *(আহমাদ, সহীহুল জামে ৫৮৯১নং)*

৩৯। যে ব্যক্তি পশুর চেহারা দাগে সে অভিশপ্ত ঃ

একদা নবী ﷺ একটি গাধার পাশ বেয়ে পার হলেন। গাধাটির মুখে দাগার দাগ দেখে তিনি বললেন, "আল্লাহ তাকে অভিশাপ করুন যে একে দেগেছে।" *(মুসলিম ২১১৬নং)*

৪০। যে ব্যক্তি কবরকে সিজদাগাহে পরিণত করে সে অভিশপ্ত ঃ

আল্লাহর রসূল ﷺ মৃত্যুশয্যায় বলে গেছেন যে, "আল্লাহ ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে অভিশাপ (ও ধ্বংস) করুন। কারণ তারা তাদের নবীগণের কবরসমূহকে মসজিদ (সিজদা ও নামাযের স্থান) বানিয়ে নিয়েছে।" *(বুখারী, মুসলিম ৫২৯নং, নাসাঈ)*

৪১। যে পরের বাপকে নিজের বাপ বলে দাবী করে এবং নিজের বংশ অস্বীকার করে ঃ

মহানবী ﷺ বলেন, সে ব্যক্তি পরের বাপকে নিজের বাপ বলে দাবী করে অথবা তার (স্বাধীনকারী) প্রভু ছাড়া অন্য প্রভুর প্রতি সম্বন্ধ জুড়ে সে ব্যক্তির উপর কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর অবিরাম অভিশাপ।" *(আবূ দাউদ, সহীহুল জামে' ৫৯৮৭নং)*

মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় আছে যে, "এমন ব্যক্তির উপর আল্লাহ, ফিরিশ্তামন্ডলী এবং সমগ্র মানবমন্ডলীর অভিশাপ। আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার নিকট থেকে কোন নফল অথবা ফরয ইবাদতই গ্রহণ করবেন না।" *(মুসলিম ১৩৭০নং)*

৪২। যে কোন সাহাবীকে গালি দেয় ঃ

মহানবী ﷺ বলেন, "সে ব্যক্তি আমার সাহাবাগণকে গালি দেবে তার উপর আল্লাহ, ফিরিশ্তাবর্গ এবং সমগ্র মানবজাতির অভিশাপ হোক।" *(ত্বাবারানীর কাবীর, সিলসিলাহ সহীহাহ ৩৩৪০নং)*

৪৩। যে ঘুষ দেয় ও ঘুষ নেয় ঃ *(আবূ দাউদ ৩৫৮০, তিরমিযী ১৩৩৭, ইবনে মাজাহ ২৩১৩, ইবনে হিব্বান, হাকেম ৪/১০২-১০৩, সহী আবূ দাউদ ৩০৫৫নং)*

৪৪। যে ব্যক্তি তার প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় ঃ *(ত্বাবারানী, বাযযার, সহীহ তারগীব ২৫৫৮নং)*

৪৫। যে ব্যক্তি আল্লাহর দোহাই দিয়ে পার্থিব কিছু চায় এবং যে ব্যক্তির কাছে আল্লাহর দোহাই দিয়ে বৈধ কিছু চাওয়া হয় অথচ সে তা দেয় না

মহানবী ﷺ বলেছেন, সে ব্যক্তি অভিশপ্ত যে আল্লাহর নামে যাচ্ঞা করে। আর সে ব্যক্তিও অভিশপ্ত যার কাছে আল্লাহর নামে কিছু যাচ্ঞা করা হয় অথচ সে যাচ্ঞাকারীকে কিছু দান করে না; যদি সে অবৈধ কিছু না চেয়ে থাকে। *(ত্বাবারানী, সহীহ তারগীব ৮৪১ নং)*

৪৬। যে ব্যক্তি নিজের ৩ তালাক দেওয়া বিবিকে হালাল করবার উদ্দেশ্যে এক রাতের জন্য অপরের সাথে তার বিয়ে দেয় এবং যে বিয়ে করে (হালালাহ করে) ঃ *(আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ, সহীহুল জামে ৫১০১নং)*

৪৭। যে ব্যক্তি জনসাধারণের ঘাটে, মাঝ রাস্তায় বা ছায়ায় পায়খানা করে ঃ

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমরা তিনটি অভিশাপ আনয়নকারী কর্ম থেকে বাঁচ; আর তা হল, ঘাটে, মাঝ-রাস্তায় এবং ছায়ায় পায়খানা করা।" *(আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ, সহীহ তারগীব ১৪১ নং)*

৪৮। যে রাস্তার ব্যাপারে মুসলিমদেরকে কষ্ট দেয় ঃ

মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি রাস্তার ব্যাপারে মুসলিমদেরকে কষ্ট দেয় সে ব্যক্তির উপরে তাদের অভিশাপ অনিবার্য হয়ে যায়।" *(ত্বাবারানী কাবীর, সহীহ তারগীব ১৪৩ নং)*

৪৯। যে ব্যক্তি অস্ত্র উঠিয়ে মুসলিম ভাইকে সন্ত্রস্ত করে ঃ

আবুল কাসেম ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি তার (মুসলিম) ভায়ের প্রতি কোন লৌহদন্ড (লোহার অস্ত্র) দ্বারা ইঙ্গিত করে সে ব্যক্তিকে ফিরিশ্তাবর্গ অভিশাপ করেন; যদিও সে তার নিজের সহোদর ভাই হোক না কেন।" (অর্থাৎ, তাকে মারার ইচ্ছা না থাকলেও ইঙ্গিত করে ভয় দেখানো গোনাহর কাজ।) *(মুসলিম ২৬১৬নং)*

৫০। প্রত্যেক যালেম ও অত্যাচারী ব্যক্তি অভিশপ্ত। *(সূরা হূদ ১৮ আয়াত)*

৫১। মহানবী ﷺ বলেন, "পৃথিবী অভিশপ্ত এবং অভিশপ্ত তার সকল বস্তু। তবে আল্লাহর যিক্‌র ও তার আনুষঙ্গিক বিষয়, এবং আলেম (দ্বীন শিক্ষক) ও তালেবে ইলম (দ্বীন শিক্ষার্থী অভিশপ্ত) নয়।" *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, বাইহাকী, সহীহ তারগীব ৭০নং)*

মাদ্রাসা নববিয়া পিচকুরি-উক্তা

মাদ্রাসা নববিয়া আমার ও আপনার মাদ্রাসা। এ মাদ্রাসা আল্লাহর সাহায্যের পর আমার ও আপনার সার্বিক সহযোগিতার একান্ত মুখাপেক্ষী। দ্বীনী মুবাল্লেগ তৈরী করার জন্য এ মাদ্রাসা আমার ও আপনার দুআ, দান ও সুপরামর্শের আশাধারী। সুতরাং এ মাদ্রাসা ও তার গরীব ছাত্রদেরকে সাহায্য করতে আদৌ ভুল করবেন না।

সর্বপ্রকার সাহায্য পাঠাবার ঠিকানা ঃ-

মাদ্রাসা নববিয়া, পোঃ- পিচকুরি, জেলা বর্ধমান, পিনঃ- ৭১৩১২৮ দূরালাপ ঃ ০৩৪৫২২৫০২২৫